করোনায় ২৪ ঘণ্টায় ৯ জন নতুন আক্রান্ত সহ ২ জনের মৃত্যু,

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও দেশে দুজন মারা গেছেন। আর বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৯ জন। আক্রান্তদের মধ্যে দুইজন শিশুও রয়েছে। এ নিয়ে এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন মোট ৮ জন।

শনিবার দুপুরে এক অনলাইন লাইভ ব্রিফিংয়ে এসে আইইডিসিআরের পরিচালক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা এমন তথ্য দিয়েছেন।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ভাইরাসটিতে নতুন করে ৯ জন শনাক্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে আটজনের পরীক্ষা ঢাকায় আইইডিসিআরে হয়েছে। একজনের হয়েছে ঢাকার বাইরে। ইতিমধ্যে ৩০ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন বলেও জানান।

সেব্রিনা বলেন, আক্রান্তদের ৯ জনের পাঁচজনের আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস পাওয়া গেছে। তারা ইতিমধ্যে সংক্রমণ আছে, এমন ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছেন বা পরিবারের সদস্য। দুজন বিদেশ থেকে এসেছিলেন। আর বাকি দুজনের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

তাদের বয়সের বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, দুজন শিশু। যাদের বয়স দশ বছরের নিচে। তিনজনের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। দুজনের বয়স ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। একজনের বয়স ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ও একজনের বয়স ৯০ বছর।

মারা যাওয়া দুজনের একজন গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্ত হয়েছিলেন জানিয়ে আইইডিসিআর পরিচালক বলেন, আরেকজন আগেই শনাক্ত হয়েছিলেন। তাদের একজনের বয়স ৯০ বছর, আরেকজনের ৬৮ বছর। তাদের একজন ঢাকার বাইরের, আরেকজন ঢাকার। দুজনের বয়সই ষাটোর্ধ্ব। পাশাপাশি তাদের অন্যান্য অসুখও ছিল।

#সূত্র: যুগান্ত#

দেশে নতুন রোগী ৯, মারা গেছেন ২ জন

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাস সংক্রমণে আরো দুইজন মৃত্যুবরণ করেছেন। আর নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৯ জন। আক্রান্তদের মধ্যে দুইজন শিশুও রয়েছে। এ নিয়ে এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন মোট সাতজন।

আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) দুপুরে করোনাভাইরাস বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়। ব্রিফ করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. আবুল কালাম আজাদ।

এ সময় অনলাইনে সরাসরি যুক্ত হন সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

মেহেরপুর পৌর মেয়রের পাল্টা বিবৃতি

মেহেরপুর বড় বাজার সংলগ্ন এলাকায় পানির ট্যাংক বসানোকে কেন্দ্র করে কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ এর সাথে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর বাকবিতন্ডা হয়।

এই পরিপেক্ষিতে গত শুক্রবার রাতে কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ এবং সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দীন সাক্ষরিত একটি প্রেস রিলিজ দেওয়া হয়।

তার প্রতিবাদে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন তার নিজস্ব ফেসবুকে

পাল্টা বিবৃতি দিয়েছে।

ফেসবুক পোষ্টটি হুবহু তুলে দেওয়া হলোঃ

সম্মানিত পৌরবাসী আসসালামালাইকুম।
আমি মনে করেছিলাম কিছু লিখব না কিন্তু কিছু তেলবাজদের পোস্ট দেখে লিখতে বাধ্য হলাম। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের ভাইয়ের ছেলে, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আবিদ হাসান আসিফ শহরে দুই একটি স্পটে এই ধরনের হাত ধোয়ার জন্য ট্যাংক বসাইছে। মেহেরপুর বড়বাজার কাঁচাবাজারে একটি দোকানের সামনে ব্যস্ততম রাস্তার ওপরে পৌরসভার পারমিশন ছাড়াই এই টাংকিটি বসিয়েছে। আপনারা জানেন কিছুদিন আগে রাস্তাটি নতুন করা হয়েছে। আমাকে অনেক বাজারের ব্যবসায়ীরা এটা সরানোর জন্য বলেছে আমি স্পটে যেয়ে দেখি রাস্তার উপরে টাংক টা বসানো হয়েছে। যেখানে কোন বেসিনের ব্যবস্থা নাই। পানি সরাসরি রাস্তার উপরে পড়ছে এর কারনে এলাকাই করোনা ভাইরাসের সংক্রমিত হওয়া ও ডেঙ্গু আশঙ্কা আছে এবং দৈনন্দিন মানুষের চলাচলে বাধাও সৃষ্টি হচ্ছে। সেজন্য এই ট্যাংক টি বন্ধ করার জন্য বলা হয়েছে, তাতে মন্ত্রীমহোদয়ের ভাইয়ের ছেলে আমার সাথে অনেক বাজে ব্যবহার করেছে। তার ব্যবহার দেখে আমি খুবই মর্মাহত। একজন ছাত্রলীগ কর্মীর কাছে এরকম ব্যবহার আমি আশা করিনি। আমি জনগণের ভোটে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া নৌকা প্রতীকে নির্বাচিত মেয়র। জনগণের সুরক্ষার দায়িত্ব আমার। জনগণ যেটাতে ভালো থাকবে সেটাই আমি করবো। আর এতে যদি কারো ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত লাগে তাহলে আমার কিছু করার নাই।
মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ক্ষমতাবলে কারো অসৌজন্যমূলক এমন আচরণ এটা মোটেও কাম্য নয়। আমরা এক্ষেত্রে মন্ত্রী মহোদয়ের সুদৃষ্টি ও হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

মেপ্র/এমএফআর

ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রীর

নির্দেশনার ভুল উপস্থাপন, দুঃখ প্রকাশ

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের সর্বশেষ খবর জানাতে এসে বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) ‘ভুল তথ্য’ উপস্থাপন করায় দুঃখ প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে নিয়মিত অনলাইন সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম শাখার প্রধান হাবিবুর রহমান বলেছিলেন, ‘আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা পেয়েছি। মহাপরিচালক মহোদয় দেশের সব বিভাগের পরিচালকদের জানিয়েছেন, প্রতিটি উপজেলা থেকে অন্তত ২টা করে নমুনা পাঠাতে হবে। আগামীকাল অন্তত এক হাজার নমুনা পরীক্ষা করা হবে।’

বাংলাদেশে সন্দেহভাজন রোগীদের পরীক্ষা কম হচ্ছে বলে সমালোচনার প্রেক্ষাপটে ওই কথা বলেছিলেন তিনি। তবে হাবিবুরের ওই কথাটি সঠিক নয় বলে রাতে গণমাধ্যমে চিঠি পাঠিয়ে জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা। তার চিঠিতে বলা হয়, ‘আজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে ভুলক্রমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে কোভিড-১৯ পরীক্ষার নমুনা পরীক্ষার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছিল। সূত্র- বিডি ২৪ লাইভ ডটকম

প্রকৃতপক্ষে গত ১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিভিন্ন চিকিৎসক পেশাজীবী সংগঠন এবং স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিবর্গের উপস্থিতিতে একটি সভায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কোভিড-১৯ পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এর ফলে দেশের করোনাভাইরাসের সংক্রমণ সম্পর্কে অধিকতর ধারণা সৃষ্টি হবে মত প্রকাশ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম গৃহীত হয়। বিষয়টি সঠিকভাবে উপস্থাপন না হওয়ায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আন্তরিকভাবে দুঃখিত।’

তিনি আরও জানান, বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগরীর ৯টি এবং ঢাকার বাইরে ৫টি আরটি-পিসিআর পরীক্ষা কেন্দ্র সচল ছিল। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীর বাইরে ৪০টি জেলার সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ২৬৭টি

নমুনা সংগৃহীত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন পিসিআর পরীক্ষা কেন্দ্র ১০০টি নমুনা সংগ্রহ করছে। সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান -আইইডিসিআর পৃথকভাবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ১০০টি নমুনা সংগ্রহ করেছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, বাকি ২৪টি জেলার নমুনা সংগ্রহের তথ্য সন্ধ্যা নাগাদ তাদের হাতে আসেনি। দুপুরেরি ব্রিফিংয়ে দেশে আরও দুজনের মধ্যে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ার কথা জানানো হয়েছিল, যাদের নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫৬ জন। নতুন করে কারও মৃত্যুর তথ্য না আসায় বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এ মৃতের মোট সংখ্যা আগের মতোই ৬ জনে রয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে ২৬ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন

সংবাদপত্র, জ্বালানি পরিবহন ছুটির আওতামুক্ত

সংবাদপত্র ও জ্বালানি পরিবহন ছুটির আওতামুক্ত থাকবে। এই দুটি বিষয় যুক্ত করে সরকার ঘোষিত ছুটির প্রজ্ঞাপন সংশোধন করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। ১ এপ্রিলের তারিখ দিয়ে প্রজ্ঞাপনটি সংশোধন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে।

এর আগে গত ২৪ মার্চ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছিল, ছুটি বা বন্ধ সরকারি-বেসরকারি অফিস আদালতের জন্য প্রযোজ্য হবে। স্বাস্থ্যসেবা, সংবাদপত্রসহ অন্য জরুরি কার্যাবলি চলবে। গণপরিবহন ছাড়া অন্যান্য জরুরি পরিবহন যেমন ট্রাক, কার্গো, অ্যাম্বুলেন্স, সংবাদপত্রবাহী গাড়ি ইত্যাদি যথারীতি চলবে।

করোনাভাইরাসের কারণে সাধারণ ছুটির মেয়াদ ৯ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়িয়ে গতকাল বুধবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। ১০ ও ১১ এপ্রিল (শুক্র ও শনিবার) সাপ্তাহিক ছুটিও এর সঙ্গে যুক্ত হবে। ফলে ছুটি হবে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত।

সেই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, জরুরি সেবার (বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস,

ফায়ার সার্ভিস, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট) ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না। এ ছাড়া কৃষিপণ্য, সার, কীটনাশক, খাদ্য, শিল্পপণ্য, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, জরুরি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহন এবং কাঁচাবাজার, খাবার, ওষুধের দোকান ও হাসপাতাল এই ছুটির মধ্যে পড়বে না। এখন সংশোধিত প্রজ্ঞাপনে সংবাদপত্র ও জ্বালানি পরিবহনের বিষয়টিও এখানে যুক্ত করা হয়েছে।

ছুটিতে জরুরি প্রয়োজনে অফিসগুলো খোলা রাখা যাবে। প্রয়োজনে ওষুধশিল্প, উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী শিল্পকারখানা চালু রাখতে পারবে। এ ছাড়া মানুষের প্রয়োজন বিবেচনায় ছুটিকালীন বাংলাদেশ ব্যাংক সীমিত আকারে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখার বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, নির্দিষ্ট কিছু শাখায় সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত নগদ জমা ও উত্তোলন করা যাবে। লেনদেন-পরবর্তী আনুষঙ্গিক কার্যক্রম শেষ করার জন্য ব্যাংক খোলা থাকবে বেলা তিনটা পর্যন্ত।

এ ছাড়া মানুষের জীবন-জীবিকার স্বার্থে রিকশা-ভ্যানসহ যানবাহন, রেল, বাস পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে বলে ছুটির প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে।

ফিরলেন কলকাতায় আটকে থাকা ৮১ বাংলাদেশি

করোনাভাইরাস ঠেকাতে ভারতজুড়ে ‘লকডাউন’-এর কারণে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় আটকে থাকা ৮১ জন বাংলাদেশি পাসপোর্টযাত্রী বেনাপোল ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে দেশে ফিরেছেন।

আজ শুক্রবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তারা ভারতের পেট্রাপোলের আনুষ্ঠানিকতা সেরে এপারে আসেন।

দু’দেশের দূতাবাস ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর তাদেরকে ‘ঘরবন্দি’ দশা থেকে বের হয়ে বাংলাদেশে আসার অনুমতি দেয় ভারত কর্তৃপক্ষ।
বেনাপোলে দায়িত্বরত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. হাবিবুর রহমান জানান, বিশেষ ব্যবস্থায় এদিন দেশে ফেরা পাসপোর্টধারী যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে অধিক কড়াকড়ি ও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। তবে তাদের কারও দেহে উচ্চতাপমাত্রা বা করোনাভাইরাসের অন্য কোনো লক্ষণ পাওয়া যায়নি।

এদিন ভারত থেকে আসা যাত্রীদের প্রত্যেককে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। তাদের হাতে বিশেষ লাল সিল দেওয়া হয়েছে।

আসছে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশের অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব উত্তরণের জন্য বাজেট বরাদ্দ থেকে বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রবিবার সকাল ১০টায় গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা করবেন তিনি। করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব উত্তরণের জন্য গতকাল সন্ধ্যায় গণভবনে এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমন আভাস দিয়েছেন।

বৈঠকে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আবদুর রউফ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া উপস্থিত ছিলেন। রবিবার সকালে সংবাদ সম্মেলন করে এ প্রণোদনা ঘোষণার তথ্য নিশ্চিত করেছেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম।

বৈঠকসূত্রে জানা গেছে, করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতির জন্য কী কী করা যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ব্যবসা, শিল্প খাতের জন্য সম্ভাব্য করণীয়, ব্যাংক সুদ সিঙ্গেল ডিজিটের বাস্তবায়ন বিষয়ে

বিভ্রান্তি ছড়াতে না পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। গুজব রটানো বন্ধ করতে হবে। ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে নানা গুজব রটানো হচ্ছে। গুজবে কান দেবেন না এবং বিচলিত হবেন না।

মেহেরপুর কলেজ শাখা ছাত্রলীগের প্রেস রিলিজ

মেহেরপুর বড়বাজারে (কাঁচা বাজার) করোনা মোকাকেলায় গণসচেতনা মূলক জনসমাগম এলাকায় মেহেরপুর কলেজ শাখার সৌজন্যে
হাত ধোঁয়ার একটি পানির ট্যাংক অস্থায়ীভাবে স্থাপন করা নিয়ে মেয়রে সাথে কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফের সাথে বাকবিতন্ডা সৃষ্টি হয়।

তার পরিপ্রেক্ষিতে মেহেরপুর কলেজ শাখা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ ও সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দীন আহমেদ স্বাক্ষরিত এক প্রেস রিলিজ দেওয়া হয়।

প্রেস রিলিজে তারা বলেন, বিশ্বব্যাপি আতংকের নাম হচ্ছে করোনা ভাইরাস, আর এই করোনা ভাইরাসের প্রথম করনীয় হাতকে পরিস্কার এবং জীবানু মুক্ত করার হীন মানসিকতা দেখিয়েছেন এবং ট্যাংক অপসারণ করার যে অপচেষ্টা করেছেন, তার তীব্র
প্রতিবাদ করছি । মেয়র বলেছেন , আমরা নাকি পরিবেশ নষ্ট করছি, এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন ভাইরাসকে মোকাবেলায় রাস্তায় আগত জনগনের জন্য কলেজ ছাত্রলীগের এই উদ্যোগটা কি খারাপ? এত বড় বাজারে জনগণের হাতকে সুরক্ষা রাখতে আপনি কি ব্যাবস্থা রেখেছেন, এই প্রশ্ন করলে মেয়র বলেন, আমাকে কেউ বলেনি তখন উপস্থিত সকলে বলেন মেয়রকে তাহলে এই সংকটময়
পরিস্থিতিতে আপনার করনীয় কি? সদুত্তর দিতে না পেরে মেয়রের এই ধরনের আচরণে আমরা কলেজ ছাত্রলীগ এর তীব্র প্রতিবাদ করছি।

[redacted]

[redacted]

ইউএনও’র ধোঁকা বিষয়ক স্ট্যাটাস…

প্রশাসনকে ধোঁকা দিয়ে কিছু চা বিক্রেতা বিভিন্ন স্থানে চা বিক্রি করছেন। এ নিয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি তাঁর ফেসবুক ওয়ালে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। তা হুবুহু তুলে ধরা হলো।

তিনি লিখেছেন-

গতকাল বিকালে মুজিবনগর উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের অনেকগুলো গ্রাম ঘুরে একটি চায়ের দোকানও খোলা পাইনি। সাতটি বাজার ঘুরে নির্দেশনার বাইরে মাত্র একটি দোকান খোলা পেয়েছি। তাই আমার খুব ভাল লেগেছে যে, মুজিবনগর উপজেলার মানুষ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

তবে কিছু কিছু মানুষ প্রশাসনকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য চালাকি করছে বলে আমার কাছে খবর আসছে।
যেমন: কিছু চা দোকানদার এখন দোকানে চা বিক্রি না করে বাড়ির পাশে জঙ্গলে চা বিক্রি করছে এবং লোকজন সেখানে একত্রিত হয়ে চা পান করছেন! আবার ফজরের নামাজের পরে খুব সকালে কেউ কেউ দোকান খুলেও চা বিক্রি করছে!
চা দোকানদারের কথা না হয় বাদ দিলাম। আমরা অনেক সচেতন মানুষ কেন সেখানে একত্রিত হয়ে চা পান করছি!!

কয়েকদিন আগে একটি ইউনিয়নে অভিযান করছিলাম। কোনো এক বাজারের একটি বন্ধ চা দোকানের মাচায় বসে কিছু মানুষ আড্ডা দিচ্ছিলো। আমাদের দেখে অনেকে দৌড়ে পালালো, কয়েকজনকে বুঝিয়ে বললাম।

সেখান থেকে কিছু দূর যাওয়ার পর আমার মোবাইলে ফোন আসলো ” স্যার যাদের আপনি বুঝিয়ে বলে গেলেন, আর যারা ভয়ে দৌড়ে পালালো তারা সবাই আবার গিয়ে সেই মাচায় বসেছে”।

দূর থেকে গাড়ি দেখলে পুরো জায়গা ফাঁকা। চলে যাওয়ার পর আবার ফিরে আসা। সবাই প্রশাসনকে ধোঁকা দিচ্ছে!! এ এক ভয়নক মানসিকতা।

আচ্ছা যারা এটা করছেন, তারা কি একবারও চিন্তা করেছেন কেন আমরা রাত-দিন এত অভিযান, এত মোবাইল কোর্ট, এত সচেতনতামূলক কার্যক্রম

পরিচালনা করছি? কেন সরকার আপনাদের বারবার ঘরে থাকতে বলছে? কেন আমরা এত কষ্ট করে সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য পৌঁছে দিচ্ছি!! গতকাল ১০০০ মানুষের বাড়ি গিয়ে খাদ্য পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

আপনাদের কি কোন দায়িত্ব নাই? কেন আপনারা প্রশাসনকে ধোঁকা দিচ্ছেন?

আপনি কি জানেন আপনি নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোকা দিচ্ছে না! আফসোস যদি সেটা বুঝতেন!!

তাই আসুন অন্তত আগামী কিছুদিন সব ধরণের চালাকি বন্ধ করে আমরা আমাদের সকলের স্বার্থে তথা রাষ্ট্রের স্বার্থে ঘরে থাকি।

তবে মুজিবনগর উপজেলার যুবসমাজ সত্যিই গর্ব করার মত। তারা অনেক ভাল ভাল কাজ করছে। আমি চাই তারা এসব মানুষের চালাকি বন্ধেও প্রশাসনকে সহযোগিতা করবে। ধোঁকাবাজদের সংখ্যা খুবই কম।